সত্যতা ও বৈধতা

- Copi-র মতে সত্যতা ও মিথ্যাত্ব বচনের সাথে জড়িত, যুক্তির সাথে নয়। আবার বৈধতা ও অবৈধতা যুক্তির সাথে জড়িত বচনের সাথে নয়। সত্যতা-মিথ্যাত্ব ও বৈধতা-অবৈধতার মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে, বৈধ বা অবৈধমান যুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর সত্য বা মিথ্যামান যুক্তির আশ্রয় বচন ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- সাধারণত সত্য বলতে অস্তিত্বশীল কোন বিষয়কে বোঝায়। এই অস্তিত্ব মনোজগতের কোন বিষয় হতে পারে, আবার বর্হিজগতেরও কোন বিষয় হতে পারে। এদিক থেকে সত্যতা আকারগত ও বস্তুগত - এ দু ধরণের হতে পারে। আকারগত সত্যতার ক্ষেত্রে সত্য বলতে আন্তর্বিরোধহীনতাকে বোঝায়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রদত্ত বচনের সত্যতা পরীক্ষার জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। যেমন, 'ত্রিভূজ হচ্ছে তিন বাহুর সমাহার' - এ বচন অনুসারে কোন কিছু যদি ত্রিভূজ হয় তাহলে তার অবশ্যই তিনটি বাহু থাকবে। আর বস্তুগত সত্যতার ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে বস্তুর সাথে ধারণার অনুরূপতা। এরূপ বচনের সত্যতা বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। যেমন, 'তিমি স্তন্যপায়ী প্রাণি'। উল্লেখ্য যে, আকারগত সত্যতা আছে এমন বিষয়ের বস্তুগত সত্যতা না-ও থাকতে পারে, কিন্তু যেসব বিষয়ের বস্তুগত সত্যতা আছে তার আকারগত সত্যতা থাকতেই হবে।

- পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সত্যতা বচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রে কোন বচন সত্য হবে বাস্তবের অনুরূপ হলে, আর মিথ্যা হবে বাস্তবের সাথে সঙ্গতিবিহীন হলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আইফেল টাওয়ারের অবস্থান প্যারিসে' - এ বচনটি সত্য। কারণ বাস্তবিকই প্যারিসে আইফেল টাওয়ার আছে। অন্যদিকে 'পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়তে পারে' - এ বচনটি মিথ্যা। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা উড়তে পারে এমন কোন পক্ষীরাজ ঘোড়ার অস্তিত্ব খুঁজে পাই না।

- যুক্তিবিদ্যায় যুক্তি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধি অনুসরণ করতে হয়। কোন যুক্তির সিদ্ধান্ত যদি আশ্রয়বচন থেকে বিধিসম্মতভাবে নিঃসৃত হয় তাহলে যুক্তিটি বৈধ হবে। বৈধ যুক্তির ক্ষেত্রে আশ্রয়বচন ও সিদ্ধান্তের মধ্যে এমন সম্বন্ধ থাকে যে, আশ্রয় বচন সত্য বা মিথ্যা যা-ই হোক না কেন আশ্রয়বচনটি স্বীকার করলে সিদ্ধান্তকে আর অস্বীকার করা যায় না। কাজেই যুক্তির বৈধতা তার অন্তর্গত বচনগুলোর বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে যুক্তির গঠনকাঠামো বা তার আকারের ওপর। সেক্ষেত্রে কোন যুক্তি বৈধ হলে সেই আকারের যে কোন যুক্তি বৈধ হবে।

- যেমন,
- সকল মানুষ হয় মরণশীল
- সকল দার্শনিক হয় মানুষ।
- সুতরাং সকল দার্শনিক হয় মরণশীল।
- এটি একটি বৈধ যুক্তি। কারণ, এর সিদ্ধান্ত আশ্রয়বচনদ্বয় থেকে নিয়মসঙ্গত উপায়ে অনুসৃত হয়েছে, এবং যুক্তিটির অন্তর্গত প্রতিটি বচনই সত্য।

- আবার,
- সকল মানুষ হয় সম্পদশালী।
- সকল দরিদ্র হয় মানুষ।
- সুতরাং সকল দরিদ্র হয় সম্পদশালী।
- প্রদত্ত যুক্তিটির আন্তর্গত প্রথম আশ্রয়বচন ও সিদ্ধান্ত মিথ্যা হলেও যুক্তিটি বৈধ। কারণ এ যুক্তিটির আকার পূর্বোক্ত যুক্তিটির আকারের অনুরূপ। যদিও উভয় যুক্তির বিষয়বস্তু কিন্তু ভিন্ন। বস্তুত দুটি যুক্তির বৈধ আকার হল নিম্নরূপ -
- All M is P
- All S is M
- ∴ All S is P

- বৈধ যুক্তির আকার এমন হবে যে, যুক্তিটির অন্তর্গত যে কোন বাস্তব দৃষ্টান্তে আশ্রয়বচন সত্য হলে সিদ্ধান্ত আবশ্যিকভাবে সত্য হবে। এইভাবে আশ্রয়বচন সত্য অথচ তার সিদ্ধান্ত মিথ্যা এরূপ কখনো হতে পারে না। যদি এরূপ হয় তাহলে যুক্তি অবৈধ হবে। আর সেই অবৈধ যুক্তির আকারটিও অবৈধ হবে এবং সেই অবৈধ আকারের যে কোন দৃষ্টান্তই অবৈধ হবে। যেমন -
- সকল কবি হয় মানুষ।
- সুতরাং সকল মানুষ হয় কবি।
- ঐ যুক্তির আশ্রয়বচন সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা। কারণ, কবিরা মানুষ একথা সত্য। কিন্তু মানুষ হলেই যে কেউ কবি হবে - একথা সঠিক নয়।

সত্যতা ও বৈধতার সম্পর্ক

যুক্তিবিজ্ঞানী Copi সত্যতা ও বৈধতার সম্পর্কে সাতটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। যথা -

১। একটি যুক্তির সমস্ত বচন সত্য হলে যুক্তি বৈধ হয়ে থাকে। যেমন,

সকল তিমি স্তন্যপায়ী।

সকল স্তন্যপায়ী জীবের ফুসফুস আছে।

সুতরাং সকল তিমির ফুসফুস আছে।

এট একটি বৈধ যুক্তি। এ যুক্তির অন্তর্গত প্রতিটি বচনই সত্য এবং যুক্তিটি নিয়মসঙ্গতভাবে অনুসৃত হয়েছে।

- ২। একটি যুক্তির সবগুলো বচন মিথ্যা হলেও যুক্তি বৈধ হতে পারে। যেমন,
- সব মাকড়শার ছয় পা আছে।
- সব ছয় পা বিশিষ্ট জীবেরই পাখা আছে।
- সুতরাং সব মাকড়শার পাখা আছে।
- এ যুক্তির অন্তর্গত প্রতিটি বচনই মিথ্যা। তবে এর সিদ্ধান্ত আশ্রয়বচন থেকে বিধি অনুসারে নিঃসৃত হওয়ায় যুক্তিটি বৈধ হয়েছে। কাজেই বৈধ হওয়ার জন্য যুক্তির প্রতিটি বচনকে সত্য হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

- ৩। একটি যুক্তির সবগুলো বচন সত্য হলেও যুক্তিটি অবৈধ হতে পারে। যেমন,
- যদি আমি ফোর্টনক্সের সকল স্বর্ণের মালিক হই তাহলে আমি সম্পদশীল হব।
- আমি ফোর্টনক্সের সব স্বর্ণের মালিক নই।
- সুতরাং আমি সম্পদশীল নই।
- এ যুক্তির অন্তর্গত প্রতিটি বচনই সত্য। এরপরও যুক্তিটি অবৈধ হয়েছে। কারণ যুক্তিটির সিদ্ধান্ত নিয়মসঙ্গত উপায়ে নিঃসৃত হয়নি। এ যুক্তিতে আশ্রয়বচন ও সিদ্ধান্তের সম্পর্ক অনিবার্য নয়। কারণ, ফোর্টনক্সের সকল স্বর্ণের মালিক না হলে আমি সম্পদশালী হব না, এমন কোন কথা নাই, অন্য যে কোন উপায়ে আমি সম্পদশীল হতেই পারি। তবে আমার ক্ষেত্রে সম্পদশীল না হওয়া বিষয়টি সত্য হতে পারে।

- ৪। কোন যুক্তির আশ্রয়বচন সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হলে, যুক্তি অবৈধ হবে। যেমন,
- সকল পুরুষ হয় শান্তিকামী।
- সকল নারী হয় শান্তিকামী।
- সুতরাং সকল নারী হয় পুরুষ।
- এ যুক্তির আশ্রয় বচনগুলি সত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্যা। কারণ নারী কখনো পুরুষ হতে পারে না। তাই যুক্তিটি অবৈধ।

- ৫। কোন যুক্তির আশ্রয়বচন মিথ্যা হয়ে সিদ্ধান্ত সত্য হলে যুক্তি বৈধ হতে পারে। যেমন,
- সকল মাছ হয় স্তন্যপায়ী।
- সকল তিমি হয় মাছ।
- সুতরাং সকল তিমি হয় স্তন্যপায়ী।
- এ যুক্তটি বৈধ। কারণ, যুক্তিটির প্রথম আশ্রয়বচন মিথ্যা হলেও তা থেকে নিঃসৃত সিদ্ধান্তটি সত্য এবং একই সাথে সিদ্ধান্তটি যুক্তির নিয়মানুসারে অনুসৃত হয়েছে।

- ৬। কোন যুক্তির আশ্রয় বচন মিথ্যা হয়ে সিদ্ধান্ত সত্য হলে যুক্তি অবৈধ হতে পারে। যেমন,
- সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর পাখা আছে।
- সকল তিমির পাখা আছে।
- সুতরাং সকল তিমি স্তন্যপায়ী।
- এ যুক্তির সিদ্ধান্ত সত্য হলেও যুক্তিটি অবৈধ হয়েছে। কারণ, আশ্রয়বচন থেকে সিদ্ধান্ত অনুমানের ক্ষেত্রে যুক্তিটি যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করেনি।

- সত্যতা ও বৈধতার মধ্যে পার্থক্য
- প্রথমত ঃ সত্যতা হচ্ছে বচনের বৈশিষ্ট্য। আর বৈধতা হচ্ছে যুক্তির বৈশিষ্ট্য।
- দ্বিতীয়ত ঃ একটি বচন যখন বাস্তবের অনুরূপ হয় অথবা এর মধ্যে যখন অন্তর্বিরোধ থাকেনা তখনই তা সত্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অন্যথায় তা মিথ্যা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে, আশ্রয়বচন থেকে নিয়মসঙ্গত উপায়ে যখন সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় তখন একটি যুক্ত বৈধ বলে পরিগণিত হয়। অন্যথায় যুক্তিটি অবৈধ হয়ে পড়ে।

- তৃতীয়ত ঃ সত্য হওয়ার জন্য একটি বচনকে আকারগত ও বস্তুগত উভয় দিক থেকেই সত্য হতে হয়। অর্থাৎ সত্য হতে হলে একটি বচনকে যেমন বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়, তেমনি একে হতে হয় নিয়মানুসারী। অন্যদিকে বৈধ হওয়ার জন্য যুক্তিকে কেবল আকারগতভাবে সত্য হতে হয়। অর্থাৎ যুক্তিকে হতে হয় নিয়মসঙ্গত। এককথায় সংশ্লিষ্ট যুক্তিকে এমনভাবে গঠিত হতে হয় যেন এর সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বচন থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হতে পারে। কাজেই যুক্তিকে বৈধ হওয়ার জন্য এর বস্তুগতভাবে সত্য হওয়া জরুরী নয়।

- চতুর্থত ঃ বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব তথ্যগত বিষয়, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনে বা সাধারণ মানুষের জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশে আলোচিত হয়। পক্ষান্তরে যুক্তির বৈধতা বা অবৈধতা নির্ণয়ের দায়িত্ব হচ্ছে যুক্তবিদ্যার। অর্থাৎ সত্যতা বৈজ্ঞানিক বা সাধারণ মানুষের আলোচ্য বিষয়, আর বৈধতা হচ্ছে যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

- অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
- দর্শন বিভাগ
- বিদ্যানগর কলেজ